৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২৬ ভাদ্র – ২ আশ্বিন, ১৪২৭ ঃ ১২ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 45, 12 SEPTEMBER - 19 SEPTEMBER, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জেইই–নিট পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম

কোর্টে গিয়েছিল ছয় রাজ্য। দাবি ছিল কোভিড পরিস্থিতিতে ছাত্র–ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। সেই দাবি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা হবে।

রবিবার : করোনা সংক্রমণে ব্রাজিলকে পেরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে

এল ভারত। ভারতে মোট সংক্রমণের সংখ্যা ৪১ লাখ পেরিয়ে গিয়েছে। অবশ্য পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরীক্ষার সংখ্যাও। মোট মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজার পেরিয়েছে।

সোমবার : খরচ কমাতে প্রায় তিরিশ হাজার কর্মীর স্বেচ্ছাবসর

প্রকল্প রচনা করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক। পর্ষদের সায় পেলেই আগামী ডিসেম্বর থেকে চালু হবে প্রকল্প। চলবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হয়ে গিয়েছে কর্মী বাছাইও। বাঁচবে বিপুল অঙ্কের টাকা।

মঙ্গলবার : জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আমূল পরিবর্তনের কথা বলা

হয়েছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার। এত বড় পরিবর্তনে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন থাকবেই। প্রধানমন্ত্রী একথা মেনে নিয়ে চান সংস্কার আসুক সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।

বুধবার : লাদাখ সীমান্তে পাহাড় চুড়োর দখল নিতে না পেরে ক্ষেপে

গিয়েছে চিন। পরপর দুদিন নিয়ন্ত্রণ রেখায় গুলি চালিয়ে জানান দিচ্ছে নিজেদের ক্ষোভ। গ্লোবাল টাইমসের মাধ্যমে ভারতকে হুমকি দিচ্ছে যুদ্ধের।

বৃহস্পতিবার : রাজ্য কংগ্রেসে সোমেন মিত্রের শূন্যস্থান পূরণ

করলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। ২০১০ সালে তাঁকে সরিয়েই হাইকম্যান্ডের নির্দেশে এসেছিলেন সোমেনবাবু। ফের ফিরলেন অধীর।

শুক্রবার : সমস্ত বিতর্ক তুচ্ছ করে ভারতীয় বায়ুসেনাতে নিজের

জায়গা পাকা করে নিল বহু আলোচিত যুদ্ধ বিমান রাফাল। আম্বালা সেনা ঘাঁটিতে অন্তর্ভুক্তির শুভলগ্নে উপস্থিত ছিলেন ভারত ও ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সেনা অফিসারেরা এবং নির্মাণ সংস্থা দাসো–র প্রতিনিধিরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নতুন উপদ্রব রাজনৈতিক হানাহানি

ওঙ্কার মিত্র : করোনা কেড়েছে রুটি–রুজি, দুর্যোগ কেড়েছে ভিটে–মাটি, চাষের জমি। চুরি গিয়েছে খাদ্যশস্য, ক্ষতিপূরণের টাকা। তবুও সরকারের রেশন ভরসা করে সংক্রমণকে সঙ্গে নিয়ে একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল জীবন। কিন্তু না। মাস চারেকের নীরবতা কাটিয়ে বাংলার এই ভাঙাচোরা জীবনে হাজির হয়েছে নতুন উপদ্রব, যার নাম সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম। যাকে সাদা বাংলায় বলে এলাকা দখলের লড়াই। কোথাও কোথাও শাসকে–বিরোধীতে হলেও এই লড়াইয়ের সিংহ ভাগ দখল করেছে শাসক দল। এতদিন ছিল মাদার–যুব সংঘাত। এখন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়েছে আগামী নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার লড়াই। প্রতিদিন গুলি–বোমা, মারামারি, খুন–জখম–এর গোছা গোছা খবরে ভরে উঠছে সংবাদ মাধ্যমের ডেস্ক। আজ বীরভূম তো কাল নদিয়া। পরশু পুরুলিয়া তো পরের দিন বর্ধমান। দক্ষিণবঙ্গ ছাড়িয়ে এই লড়াই জীবন দুর্বিসহ করে তুলছে উত্তরবঙ্গেও। গত সাত দিনের হিসেব জড়ো করলে দেখা যাবে পঞ্চাশের বেশি ঘটনা ঘটেছে বাংলা জুড়ে। মানুষের প্রশ্ন , এখন যদি এই পরিস্থিতি হয় তাহলে নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসলে কি হবে? সাধারণ মানুষের এই প্রশ্নের জবাবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন প্রশাসন ও দলের একজনই সর্বেসর্বা হওয়ার যে সুফল তা নিতে ব্যর্থ এ রাজ্যের শাসক দল। দলের ভরকেন্দ্র সরে

যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মাথা চাড়া দিচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। হারিয়ে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। রাশ চলে যাচ্ছে স্থানীয় নেতাদের হাতে। ফলে যে কাজ দলের শীর্ষ নেতাদের করা দরকার তা জোর করে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে করার চেষ্টা হচ্ছে। ইতিহাসে কোনও দিন এই চেষ্টা সফল হয়নি, এবারেও হবে না। বরং প্রশাসনের ধারই ভোঁতা হয়ে যায় এতে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়ার ফলে বাড়ছে সামাজিক অপরাধও। ধর্ষণ–শ্লীলতাহানী এখন রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পুলিশ এখন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণে ব্যস্ত। সামাজিক অপরাধ তাদের কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই রাজ্যে অবনতি ঘটছে আইন শৃঙ্খলার।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তপ্ত বাসন্তী

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : আবার শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল বাসন্তী ব্লক। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর জখম হলেন ২ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থক জাকির হোসেন মোল্লা ও মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট এলাকার এক কাপড় ব্যবসায়ী সৈদুল পাখিরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ভরতগড় বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চারদিন আগে মেদিনীপুরের কোলাঘাট থেকে ১৪ জনের এক কাপড় ব্যবসায়ীর দল এসেছে। তারা বাসন্তী গোসাবার বিভিন্ন বাজারে কাপড় বিক্রির কাজ করছেন। এদিন কাপড় ব্যবসায়ীদের একটি দল বাসন্তীর ভরতগড় বাজারে কাপড় বিক্রি করতে যায়। বাজারে এদিন সন্ধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিটিংও চলছিল।

এরপর তিনের পাতায়

এবারেও মহিষাসুরমর্দিনী সঙ্গে দেবীং দুর্গতিহারিণীম্

কুনাল মালিক ও প্রিয়ম গুহ

মহালয়ার ভোর মানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর মহিষাসুরমর্দিনীর স্ত্রোত্রপাঠ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যস্ত জীবনযাত্রায় রেডিও ব্রাত্য হলেও বছরের এই একটি দিন ভোরবেলা রেডিওতে কান পাতে বাঙালি। আকাশবাণী কলকাতা পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনে কালজয়ী মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানের আবহে। মহালয়া মানেই পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের সূচনা। আর পুরোপুরি পুজোর আমেজ এসে যাওয়া। কিন্তু এবছর সেই আমেজ কি পাচ্ছেন? আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর তো মহালয়া, যথারীতি ভোরে বাজবে বীরন্দ্রকৃষ্ণের সেই ঐতিহাসিক কণ্ঠ, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে চলবে তিল তর্পণ। তবুও পুজোর সেই আমেজ কই? কারণ এবছর মহালয়ার ৭ দিন পর কিন্তু দুর্গা পুজো হবে না। এক মাসের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে মহা ষষ্ঠীর শুভ দিনের জন্য। একে তো করোনার আবহে মন ভালো নেই আমাদের। কি ভাবে পুজো হবে সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন পুজো নিয়ে অযথা কোনও গুজব ছড়াবেন না। এখনও পুজোর আয়োজন নিয়ে কোনও বৈঠক হয়নি।

এবার মহালয়ার এক মাস পর পুজো কেন? শাস্ত্র মতে এবার ১ আশ্বিন থেকে ২৯ আশ্বিন মল মাস। এই সময় কোনও শুভ কাজ করা যাবে না। ২৯ আশ্বিন বা ১৬ অক্টোবর হচ্ছে অমাবস্যা।

এরপর তিনের পাতায়

জেগে উঠুন মহাষষ্ঠীর ভোরেও

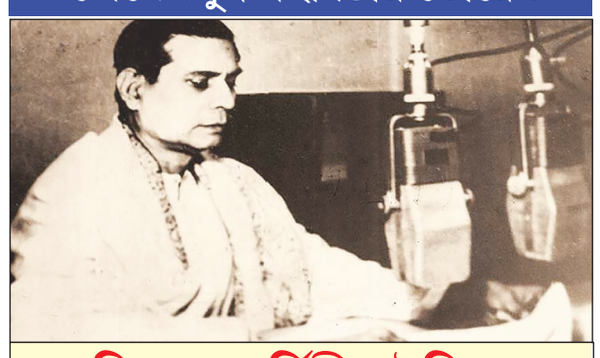

মহিষাসুরমর্দিনীর ইতিবৃত্ত

১৯৩০ সালে ১৫ জুন প্রথম মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠান লাইভ সম্প্রচারিত হয় আকাশবাণী কলকাতায়। কিন্তু তা আজকের মতো ছিল না শারদীয় অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৩১ ও ৩২ সালে এই অনুষ্ঠানটি হয় মহা ষষ্ঠীর দিন। ১৯৩৩ এবং '৩৪ সালে প্রথম মহালয়ার দিন এই প্রভাতী অনুষ্ঠান হিসাবে আসে মহিষাসুরমর্দিনী।

১৯৩৫ থেকে ধারাবাহিকভাবে ফের এই অনুষ্ঠান ফিরে আসে মহাষষ্ঠীর ভোরে ৬টা থেকে ৭টা। এইভাবেই চলে বহু বছর ধরে।

১৯৬২ সালে চিন–ভারতের যুদ্ধের আবহেও এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয় মহাষষ্ঠীর দিনে।

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আর্থিক অনটনে সরাসরি অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ায় চলে রেকর্ডিং।

১৯৬৬ সালে মহিষাসুরমর্দিনীকে রেকর্ড বন্দি করা হয়। তবে এরপরে অন্যান্য বছরে আরও রেকর্ডিং করা হয় এটিকে পরিমার্জিত করার জন্য যা এইচএমভি–র হাত ধরে আসে মানুষের দরবারে।

তবে আজও আকাশবাণীতে বাজে ১৯৬৬ বা তার আগের রেকর্ডিং যা মোটেই বাজারে সুলভ নয়। বর্তমান বছরে আমরা শুনব ১৯৬৬ সালে রেকর্ড করা মহিষাসুরমর্দিনী।

উল্লেখ্য, এই কালজয়ী অনুষ্ঠানের সঙ্গীত শিল্পীসহ অন্যান্য শিল্পীরা অদলবদল হয়েছেন নানা প্রয়োজনে এবং চাহিদায়। এমনকি কিছু কিছু গানও বছরে বছরে পরিবর্তন করা হয়েছে গতানুগতিকতা কাটাবার তাগিদে। তবে এই অনুষ্ঠানের কালজয়ী তিন শিল্পী বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কোনদিনই অনুপস্থিত থাকেন নি।

সূত্র : আকাশবাণী কলকাতা

পথে নামছে রুটি–রুজির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবশ্রী ছেলে মেয়েরা পায়নি প্রতিশ্রুত চাকরি। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের খাতায় চাকরি পাওয়ার ঘর শূন্য। তাই স্মারকলিপি হাতে পথে নেমেছেন সাধের যুবশ্রীরা। সামান্য ভাতা বাড়লেও খুশি নন হোম গার্ড কর্মীরা। দ্বিগুণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বেড়েছে ১০০ টাকারও কম। তাই গান্ধীমূর্তির তলায় ধর্নায় বসেছেন তারা। পথে নেমেছেন অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকর্মীরা। আশা দিলেও স্থায়ীকরণ হচ্ছে না তাদের। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে কলকাতার রাজপথে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণে নামবেন তারা। অস্থায়ী পুর কর্মচারীরা পথে নেমেছেন বকেয়া দৈনিক মজুরির দাবিতে। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের হরিণ চওড়া স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে ভ্যাক্সিন ক্যারিয়ার লিংকম্যান ও দাইমাসিরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে প্রাপ্য সাম্মানিক হাতে পাননি বলে। এর সঙ্গে রয়েছে আশাকর্মী, প্যারাটিচার, সিভিক ভলেন্টিয়ার, আইসিডিএস কর্মীরা। তারা মাঝে মধ্যেই পথে নামছেন নানা বঞ্চনার দাবি নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে জীবনযুদ্ধে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের মনে রুটি রুজির দাবির কাছে হার মেনেছে সংক্রমণের ভয়। তাদের দাবি খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে তবে না করোনার ভয়।

সমাজবিদদের কাছে মানুষের প্রশ্ন, যে রাজ্যে রাস্তাঘাটে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকে, পাঁচ বছরে ১০০ শতাংশ উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, ক্লাব সংগঠনকে অনুদান দেওয়া হয়, গণ্ডা গণ্ডা উৎসব হয়, ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমে যায় সেই রাজ্যে এত বঞ্চনা মোচনের দাবি পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এর উত্তরে অর্থনীতিবিদদের একাংশ জানাচ্ছেন, দান–ছত্র আর উৎসব করতে করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন ভাঁড়ে মা ভবানী। তার উপর গত ৯ বছরে জনপ্রিয়তা পেতে দেওয়া হয়েছে অগুন্তি অস্থায়ী চাকরি। এদের কোনও স্থায়ী স্বীকৃতি না দেওয়া হলেও দেওয়া হয়েছিল স্থায়ীকরণের ও ভাতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি। আর্থিক অনটনে সেসব চুলোয় গিয়েছে। তাই এখন ফুটে বেরোচ্ছে বঞ্চনার দগদগে ঘা। এই ঘায়ে মলম দিতে জিএসটি এসেছিল আশীর্বাদ হয়ে। তাও হারিয়ে গিয়েছে করোনার কোপে। তাঁদের মতে নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে বঞ্চনার ইস্যু ততই হয়ে উঠবে রাজনৈতিক হাতিয়ার। আগামী কয়েক মাসে কলকাতার পথ ঘাট ভরে উঠবে রুটি–রুজির দাবিতে।

আন্দোলনের হুমকি অস্থায়ী কলেজ কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী মানবিক নন, এই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সব দিক থেকে ব্যর্থ, শিক্ষামন্ত্রী পুরোপুরিভাবে আমলাতান্ত্রিক। গোটা রাজ্য সহ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন কলেজে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের দাবি পূরণ করছেন না তিনি । এই সমস্ত কর্মচারীদের হাহাকার কানে যাচ্ছে না তাঁর। চলতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে তাদের দাবি পূরণ না হলে কলকাতার রাজপথে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবেন তারা। বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়ে এভাবেই রাজ্যের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিভিন্ন কলেজের অস্থায়ী কর্মচারীরা। অবিলম্বে তাদের স্থায়ীকরণ, সরকারি স্বীকৃতি, ৬০ বছর পর্যন্ত কাজের নিরাপত্তা এবং এর পাশাপাশি সরকারি আদেশ নামা

3998F(P2) লাগু করার দাবি সহ বিভিন্ন পেশাগত দাবিকে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।

এরপর তিনের পাতায়

বঞ্চনার দাবিতে সোচ্চার পুর স্বাস্থ্য কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি :তাদের অপরাধ একটাই, দীর্ঘ ৫ মাসের প্রাপ্য বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন তারা। আর এরপরই স্বৈরতন্ত্রের এক নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে কোচবিহার পুরসভা। এই পুরসভার কাছে প্রাপ্য পাওনার দাবিতে আন্দোলনরত প্রায় ৫৫জন অস্থায়ী কর্মীকে তাদের বয়স ৬০বছরের উর্ধ্বে হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে ছাঁটাই করে এই পুরবোর্ড। দৈনিক মজুরির এই অস্থায়ী পুর কর্মচারীদের মাত্র এক মাসের বেতন হাতে ধরিয়ে, চার মাসের বেতন বকেয়া রেখে আগাম কোনো নোটিশ, বকেয়া বেতন পরিশোধ বা অবসরকালীন আর্থিক প্রাপ্য না দিয়েই চরম স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে গত

আগস্ট মাসের ২৮ তারিখ তাদেরকে ছাঁটাইয়ের লিখিত নির্দেশ দেয় পুর কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এই ছাঁটাই কর্মীদের কোন বিকল্প আয়ের পথ খোলা নেই।

এরপর তিনের পাতায়

গ্রাম–গঞ্জে নেই নজরদারী আলু ৩৫ টাকা, অগ্নিমূল্য সবজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল খুচরো বাজারে আলু ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হবে। কলকাতা সহ শহরাঞ্চলে টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন বাজারে নজরদারীও চালায়। তাছাড়া সরকারী সুফল বাংলার স্টলে কলকাতার মানুষ অনেকেই ২৫ টাকা কেজি দরে আলু পাচ্ছেন। কিন্তু গ্রাম–গঞ্জের বাজারে কোনও সরকারি নজরদারী নেই। যার ফলে বৃহস্পতিবারেও নোদাখালী–বজবজ–বিষ্ণুপুর মহেশতলা থানা এলাকার বিভিন্ন বাজারে আলু কোথাও ৩৪ তো কোথাও ৩৫ টাকা কেজি করে বিক্রি হচ্ছে। পিঁয়াজের মূল্য ৩০ টাকা কেজি হয়েছে। সেই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় আনাজ পত্রের দামও আকাশ ছোঁয়া। ঢেড়স ৪০ টাকা, পটল ৫০, কুমড়ো ৩০,

কাঁচা লঙ্কা ২০০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। বৃহস্পতিবার বজবজ এলাকার বিভিন্ন বাজারে হঠাৎই আলুর ক্রাইসিস দেখা দেয়। অনেক মানুষই প্রশ্ন করছেন, অকাল বর্ষণে না হয় সবজির ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু হিমঘরে থাকা আলুর দামে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন? তাহলে কী কৃত্রিমভাবে এই ক্রাইসিস তৈরি করা হচ্ছে? গ্রাম গঞ্জের বাজারেও পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন যৌথভাবে নজরদারী চালালে সাধারণ মানুষের উপকার হতো বলে অনেকে মনে করছে। সামনেই রান্নাপুজো, বাজার আরও অগ্নিমূল্য হবে বলেই আশঙ্কা করছে সাধারণ মানুষ।

করোনাক্লিষ্ট ঘরবন্দি জীবনে বই পড়া বাড়ছে

পার্থসারথি গুহ : করোনাক্লিষ্ট দুনিয়ায় বেশ কিছু পুরনো স্বাস্থ্যকর অভ্যেস ফিরে এসেছে স্বমহিমায়। তার মধ্যে অন্যতম হল বইপড়া বা। সাহিত্যপ্রেম। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বই পড়ার সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। পুরনো এবং নতুন সাহিত্যের অন্বেষণ করে তা পড়তে শুরু করেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। বড়রা যেমন সাহিত্যের ক্লাসিকে বুঁদ হয়েছেন, তেমনই শিশু–কিশোররা হাতড়াচ্ছে ঠাকুমার ঝুলি থেকে হ্যারি পটার, স্বপন কুমার থেকে মিতিন মাসি।

কোভিড জনিত কষ্টের ভিতরেও ফিরে তাকালাম সাম্প্রতিক অতীতের এক বর্ণময় অধ্যায়ের দিকে। এই তো মাস সাতেক আগেই বইমেলায় কত আনন্দটাই না করলাম। এই বইমেলার অভিজ্ঞতা ও তাকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেও ফেললাম।

আজকের মোবাইল সর্বস্ব যুগে এমন প্রাণোচ্ছল হাসি আর দেখা যায় না। বিশেষ করে এতগুলো শিশু–কিশোরের কোরাস শোনা তো দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার বাচ্চারা কেমন যেন গোমড়ামুখো হয়ে থাকে। ঠিক যেন বাংলার পাঁচ করে রেখেছে মুখগুলো। আসলে এতটাই ব্যস্ততা থাকে পড়াশুনার জগত নিয়ে যে ওই হাসিটুকুও এখন মিউজিয়ামে টাঙিয়ে রাখার মতো ব্যাপার।

তার ওপর আছে এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ফলানোর পালা। ক্রিকেট মাঠ থেকে ড্রয়িং ক্লাসে ছুটে বেড়ানো। ভাবা যায় পড়াশুনার ওই সীমাহীন বোঝা সামলে আবার ক্রিকেট, টেবিলটেনিস, নাচ, গান আর আঁকায় ইম্প্রোভাইজ করা। চাপ নিও না মূলমন্ত্রই এখনও হয়তো ওদের এই লড়াইয়ের ট্র্যাকে রেখে দিয়েছে।

সেই খুদেগুলো এখন যেন সমুদ্র মন্থনের পর অতল অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। ওদের হাতে শোভা পাচ্ছে দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুমার ঝুলি, সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল এবং সত্যজিত রায়ের শঙ্কু সমগ্র। তিন প্রজন্মের ত্র্যহস্পর্শে একেবারে ভেসে যাচ্ছে পুচকেগুলো। স্বতঃস্ফূর্ত

হাসিতে যেন ছড়িয়ে পড়েছে নানা মণিমুক্তোর পরশ।

আরেকদল মেতেছে চাঁদমামার সোনালী সংগ্রহ থেকে কাকাবাবু–সন্তু, ফেলুদা–তোপসে, কর্নেল নীলাদ্রী সরকার আর সত্যসেবক পত্রিকার দুঁদে সাংবাদিক জয়ন্তর লেখনাবলী নিয়ে। অরণ্যদেব, রিপ কার্বি, ম্যানড্রেক, বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা ভোদা, নন্টে–ফন্টে সব্বাই হাজির কমিকসের ডালি নিয়ে। জয়ন্ত–মানিক, ঘনাদা মায় স্বপনকুমারের বাজপাখি, কালনাগিনী, ডাকাবুকো পুলিশ অফিসার দীপক চ্যাটার্জিও বাদ নেই ছোটদের সেই পঙ্গপালি হানায়।

কে বলে এখনকার ছেলেপুলেরা বই পড়ে না? হ্যাঁ তাতে নিশ্চিতভাবে ভাগ বসিয়েছে সমকালীন হ্যারি পটার বা মিতিন মাসিরাও। কিন্তু তাতে আরও সমৃদ্ধই হয়েছে এই ছোটদের জগত। ফুলেফঁপে উঠছে ওদের সাহিত্যমন।

বইমেলায় বাবা–মায়েদের সঙ্গে পাড়ি জমিয়ে প্রচুর বই কেনে এই প্রজন্মও। তবে হ্যাঁ, আধুনিক অভ্যেসে এরা অনেককিছুই পড়ে নেয় ইন্টারনেটের সফট কপিতে। বই নামক হার্ড কপিটা বয়ে বেড়ানোর চেয়ে এটাই বোধহয় নবপ্রজন্মের সেরা উপায়। তাহলে যে কিছুদিন যাবত সর্বত্র একটা আওয়াজ উঠছে (আর্তনাদ বলাটাই শ্রেয়) আধুনিক প্রজন্ম নাকি বই পা়ে না, কাগজ ঘাটে না। পত্রপত্রিকার বিক্রির ক্ষেত্রেও সাময়িক একটা মন্দা দানা বেঁধেছে॥ মোদ্দা কথা তারা মোটেই আগেকার প্রজন্মের মতো বইবাগীশ নয়। বিবর্তন ঘটেছে পড়ার আঙ্গিকের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তো এটা সব জমানাতেই হয়ে থাকে সমানভাবে। রফি, মুকেশ, কিশোরের গান শুনে বড় হওয়ারা দেগে ওঠেন পরবর্তী গায়ক–গায়িকাদের নিয়ে। এমনকি কুমার শানু, উদিত নারায়ণ জমানাকে এরা কিছুতেই মান্যতা দিতে চান নি। এখন যেমন শানু–উদিত জমানায় বড় হওয়া পাবলিক অরিজিত সিংদের সেই দর দিতে চায় না। সানি গাভাসকার পর্বের জেনারেশন যেমন শচীনকে অনেকদিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারেন নি। কোহলিকে যেমন তেন্ডুলকর প্রেমীরা সেই জায়গা দিতে নারাজ এখনও। কিন্তু কালের নিয়মকে তো মেনে নিতেই হবে। সেক্ষেত্রে বইয়ের যে বিবর্তন ঘটেছে তা কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণও ঘটাচ্ছে পুস্তক জগতের। এই প্রজন্ম ইন্টারনেটে অত্যন্ত সাবলীল। হাতের স্মার্ট ফোনেই নিমেষের মধ্যে পড়ে নিচ্ছে সেদিনের সেরা খবরগুলি। পরিচিত খবরের কাগজের ওয়েবসাইট ডাউনলোড করা থাকে প্রায় সব ফোনেই। ছোটদের দেখাদেখি বড়রাও এই ফোনে খবর পড়ায় মেতে উঠছেন। দেশ বিদেশের কমিকস, গল্প, উপন্যাস পড়াও চলছে এই ই–সিস্টেমে।

খবরের কাগজটা এখন যদি টেস্ট ক্রিকেট হয় তবে আধুনিক ইন্টারনেট লব্ধ খবরের কাগজ পড়া নিশ্চিতভাবে ৫০ ওভারের একদিনের ম্যাচ। টি–২০ স্তরে এখনও নেমে আসেনি সংবাদ উপভোগ করার বিষয়টি।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১২ সেপ্টেম্বর – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

অস্থির এ সময়

গ্রাম বাংলা থেকে দেশ এবং সারা বিশ্বই এক চরম অস্থির সময় অতিবাহিত করছে। শুধু রোগ মহামারি নয়, সেই সঙ্গে হিংসা প্রতিহিংসা, ক্ষোভ বঞ্চনার আগুনে প্রতি নিয়ত মানব সভ্যতা দহন ও তাপে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। দাবানল বিশ্বে নতুন ঘটনা কিছু নয়। ইদানিং কালে আমাজনের মতো গভীর জঙ্গলেও আগুন ধরে যায় স্রেফ বাণিজ্যিক লোভের তাড়নায়। পশু পাখি মানুষ তাদের দুঃখ দুর্দশা আর স্পর্শ করে না ঘটনার ঘনঘটায়। হিমালয়ের ওপারের রাষ্ট্র যে চিনের দিকে সারা বিশ্বের আঙুল উঠেছিল করোনা ভাইরাসের আবহে আজ সেই চিনই প্রতিবেশিদের জমি আগ্রাসনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তুরস্ক মিশরের দিকে তাকালেও উগ্র জঙ্গিবাদের থাবা রক্তাক্ত করেছে মানব সভ্যতার ঐতিহ্যকে, সংস্কৃতিকে। ভারতীয় উপমহাদেশেও চলছে এক অস্থির অবস্থা। আইনের প্রতি অসহিষ্ণুতা সাম্প্রতিক অলংকৃত করেছে মহারাষ্ট্র সরকারকে। এক শিল্পীর অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করে কেউটের বদলে উঠে আসছে অ্যানাকোন্ডার গল্প। রাজনীতির রঙে আর ভোটের আহ্বানে বারংবার অস্থির সময়ের অন্ধকার সময় কেটেছে ভারতের সবার জীবনে।

জাতপাত আর রাজনৈতিক সংরক্ষণে ভারতের সমাজ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে। যোগ্যতা হয়ে যাচ্ছে গৌণ্য। যুব সমাজে বাড়ছে হতাশা। যৌবনের যে জাগ্রত জনমত দেশের অনেক মঙ্গলজনক কাজে লিপ্ত থাকতে পারত তাদের অধিকাংশের হাতে ভোট ভিক্ষার ঝুলি উঠে আসছে শুধু মাত্র আর্থিক অসাম্যের অস্থিরতার কারণে।

জাতপাতের সংরক্ষণের মতোই নির্বাচনের অনলাইন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে মৌন থাকে প্রায় সব রাজনৈতিক দল। করোনা যুগ প্রমাণ করে দিল দেশের মানুষ অনলাইন ব্যবস্থাকে আপন করে নিতে সমর্থ। আত্মনির্ভর ভারত, স্বনির্ভর ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া শুধু মাত্র শ্লোগান সর্বস্ব রয়ে যাবে যদিনা অনলাইন ভোট প্রক্রিয়া চালু করা যায়।

ব্যালটে ভোট প্রতি রাজ্যেই কম বেশি প্রহসনে পরিণত হয়। এ রাজ্যে তো কথাই নেই। ভোটের বাজনা বাজার পরেই শুরু হয়ে যায় আতঙ্কের দিন গোনা। গ্রাম বাংলায় কত যে রক্ত ঝড়ে ভোট পরবর্তী কালেও তা মূলস্রোতের গণমাধ্যমে স্থান পায় না। ভোটে জয় লাভের পর জনপ্রতিনিধিরা ভুলে যান সেই সব রক্তাক্ত অতীতের কথা। প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভেসে যায় ভোটের বাজারে আহত নিহত স্বজনের কান্না। বেকারত্ব দারিত্বর সুযোগে আর রাজনীতি ছলনময় আহ্বানে বিপথগামী হয় এই অস্থির সময়ে অসংখ্য যুবক যুবতী। তবু এ অস্থির সময়ে সমস্ত সৃষ্টিশীল কাজ, সেবামূলক কাজ অব্যাহত রয়েছে। কবিগুরু বলে গিয়েছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। সেই বিশ্বাসে প্রতিদিন ধাক্কা লাগছে অস্থির এ সময়ের নানা বিশ্বাস ভঙ্গের সংবাদ শিরোনাম দেখে। কোথাও নিয়োগে অস্বচ্ছতা, লেনদেনের নানা হিসাবে দুর্নীতির পাহাড় প্রমাণ প্রতিকারহীন অভিযোগ কোথাও বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোথাও কুশিক্ষার মৌচাক লক্ষ্য করা গেছে। এ সবই হচ্ছে আমাদের চোখে সামনে। বিশ সালের বিষ কোন সালে নিষ্ক্রান্ত হবে তা জ্যোতিষ কিংবা বিজ্ঞান কেউই ভরসা পারছে না।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আট

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ–
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা–
তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।৮।।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তি তত্ত্বত সর্বশ্রেষ্ঠ অদেহী, সর্বজ্ঞ, নিষ্কলঙ্ক, শিরাহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনীষীকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

এই অরূপের অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর আমাদের মতন রূপ নেই, এবং আমরা যেই রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তিনি সেই রূপ বর্জিত। ব্রহ্মসংহিতায় আরও বলা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শরীরের যে কোন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দিয়ে সমস্ত কিছুই করতে পারেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, তার দেহের যে কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্য যে কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে তিনি পারেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর হাত দিয়ে হাঁটতে পারেন, তাঁর পা দিয়ে যে কোনও জিনিস গ্রহণ করতে পারেন, হাত ও পা দিয়ে দর্শন করতে পারেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে ভোজন করতে পারেন ইত্যাদি। শ্রুতি মন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে, ভগবানের যদিও আমাদের মতো হাত ও পা নেই, কিন্তু তাঁর ভিন্ন ধরনের হাত–পা রয়েছে যার দ্বারা তিনি আমাদের নিবেদিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে ধাবিত হতে পারেন। এই অষ্টম মন্ত্রে শুক্রম্ (সর্বশক্তিমান) শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সব অপ্রাকৃত গুণাবলী তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

অধিকারী আচার্যবৃন্দ পূজার্চনার্থে মন্দিরে যে শ্রীবিগ্রহ (অর্চা বিগ্রহ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাঁরা সপ্তম মন্ত্র অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি করেন, সেই বিগ্রহের সঙ্গে ভগবানের আদি স্বরূপের কোনও পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের আদি স্বরূপ এবং তিনি বলদেব, রাম, নৃসিংহ, বরাহ ইত্যাদি অসংখ্য রূপে নিজেকে বিস্তার করেন।

ফেসবুক বার্তা

AC Gurumurthy, an artist from Bengaluru creates a portrait of Lord Ram using a manual typewriter.

He says,"I dedicate this portrait to Ram Temple. I hope world recognises our culture & religion."

Amazing talent.

মোচড় না মাচ মোর, ধন্দে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

একটা ছোট মোচড় কি ফের দেখতে চলেছে অর্থ বাজার। অন্তত এ সপ্তাহের পড়ন্ত দুপুরে একাধারে কড়া রোদ্দুর আর অন্যদিকে বর্ষার হাওয়ার সংমিশ্রণে এমন একটা মনোভাব বেশ ভালোভাবেই সঞ্চারিত হতে শুরু করল শেয়ার বাজারে। আবহ বা মঞ্চ সবদিক থেকেই তৈরি বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। কোভিড পরবর্তী বিশাল কিছু পতনের গন্ধ ছাড়া ছোটখাটো খবরকে স্রেফ পাত্তাই দিতে চাইছে না শেয়ার বাজার।

এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন।

ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।

শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন ফার্মা কাউন্টারগুলি কিন্তু তাঁদের লাইফ–লো তথা খারাপ অবস্থা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তখন এদের মধ্যে যারা পরিচিত নাম সেই সান ফার্মা, সিপলা, ওখহার্ড, স্ট্রাইডস অ্যাকরোল্যাব প্রভৃতি নামজাদা শেয়ার কেনার অবস্থায় চলে এসেছে। এমতাবস্থায় যথারীতি শেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ দাবি করছেন এখনও ওষুধের শেয়ার কেনা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু আদতে এত লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। টার্গেটে থাকা বাকিটা ওষুধ কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১১ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১০ হাজার ভাঙবে কিনা এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

অবশেষে শুরু হল রাস্তার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল দীর্ঘদিনের। কিন্তু ক্যানিংয়ের উন্নয়নের জন্য সেই গোষ্ঠী কোন্দল ভুল একই মঞ্চে সমবেত হলেন ক্যানিংয়ের শাসক দলের নেতানেত্রীরা। যা এক বিরল দৃষ্টান্ত। মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত একটি রাস্তার সংস্কারের জন্য শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,জেলা কো–অর্ডিনেটর পরেশরাম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী,জেলা বিদ্যুত কর্মাধ্যক্ষ শৈবাল লাহিড়ি,মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবত ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড থেকে কাঠপোল পর্যন্ত প্রায় ১.৩৯৫ কিলোমিটার রাস্তার চেহারা জঘন্য। গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষাকাল যাই হোক না কেন, সারাবছর ধরেই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। খানাখন্দে ভরপুর। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই রাস্তা দিয়েই প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন সহ এলাকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক,সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প,সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ,এমপ্লয়মেন্ট অফিস,ডাকঘর,আইসিডিএস,হাই স্কুল,বিদ্যুত দফতর সহ কেন্দ্রীয় লবণতা মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র সহ অন্যান্য অফিসের কর্মচারী সহ হাজার হাজার সাধারণ যাত্রীরা এই রাস্তা দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করেন। ক্যানিং মহকুমার ব্যস্ততম এই রাস্তার জঘন্য পরিস্থিতি বিগত বাম সরকারের আমল থেকে এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলেও কোনও হেলদোল ছিল না রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক স্তরের। রাস্তা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় মানুষজন

আন্দোলনে সামিল হয়ে সরকারের নজরের আনার চেষ্টা করেন। একাধিকবার রাস্তা সংস্কারের জন্য দাবি উঠলেও হয়নি রাস্তা সংস্কারের কাজ। ক্যানিং মহকুমা এলাকার ব্যস্ততম এই রাস্তার জন্য অবশেষে মা মাটি মানুষের সরকার সংস্কারের জন্য নড়েচড়ে বসে। বিগত প্রায় ৬ মাস আগে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড থেকে কাঠপোল পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ১.৩৯৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডারও হয়। ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে পূর্ত দফতর। রাস্তাটি চওড়া হবে সাত মিটার। ক্যানিং মহকুমা এলাকায় এমন ভালো রাস্তা তৈরির জন্য এর আগে এতো বিপুল পরিমান টাকা বরাদ্দ হয়নি বলে দাবি তৃণমূল নেতাদের। যদি পরবর্তী সময়ে করোনার দাপটে লকডাউন চলায় রাস্তা সংস্কারের কাজ থমকে যায়।

অবশেষে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য রাস্তা সংস্কারের কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয় জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড থেকে কাঠপোল পর্যন্ত প্রায় ১.৩৯৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে শিলান্যাস হয়।

জেলার কো–অর্ডিনেটর পরেশ রাম দাস বলেন আগামী দুর্গাপুজোর আগেই এই রাস্তা সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তবে সম্পূর্ণ ভাবে রাস্তার কাজ শেষ হবে চলতি ডিসেম্বর মাসে। রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেলে হাজার হাজার সাধারণ মানুষজন নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারবেন।

স্বাধীনতা দিবসে কুইজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজের ইতিহাস বিভাগ এর তরফ থেকে একটা রাজ্যব্যাপী ক্যুইজ কম্পিটিশন এর আয়োজন করা হয়। গত ১৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলে।

সমগ্র পৃথিবী যখন করোনার প্রকল্পে নতজানু হয়ে বসে আছে,কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন যখন বন্ধ, তখন শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা ও জ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটানোর জন্যই লিংকের মাধ্যমে এই কুইজের ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু কলেজের প্রায় ২০০ জন ছাত্র–ছাত্রী এতে অংশ নেয়। ১৫ আগস্ট সকাল ১০ থেকে ১১ টা পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলে। ৫০ টি প্রশ্ন ছিল mcq এর মাধ্যমে। পরে ফলাফল ঘোষিত হয়। যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে তাদের যথাসময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কলেজে অনুষ্ঠান করে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা অনামিকা নন্দীর সার্বিক উদ্যোগে এই ওয়েবিনার সার্থক হয়েছে। তাঁকে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন ইতিহাস বিভাগের দুই অধ্যাপিকা দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পায়েল নন্দী। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন করে এই বিষয়ে পড়াশোনা করার প্রেরণাও পেয়েছে।

এক্সপ্লোরারস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার–র অভিযাত্রীদের প্রতি গণেশ ঘোষ

দীপক ঘোষ : বিখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন নির্ভিক বেপরোয়া সাঁতারু ছিলেন। সাত সমুদ্র পার হয়ে বাঙালি তথা ভারতীয় হিসাবে আমাদের সকলের কাছে বিরাট গর্বের রত্ন ছিলেন, বহুবার হিমশীতল জলে বিষাক্ত সাপ, জলজ প্রাণীর ভয়কে তুচ্ছ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, কেউ কেউ তাঁকে ঠাট্টা করে 'জলের পোকা' বলে ডাকতেন। এই কথাগুলি বললেন বজবজের গবেষক গণেশ ঘোষ।

তিনি বলেন, তরুণ যুব সমাজকে যেমন সাঁতারে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তেমনি নৌকায় অভিযান করার জন্য তাঁর উদ্যোগে 'সি এক্সপ্লোরারস ক্লাব' কলকাতায় গড়ে তুলেছেন।

তাঁরই উদ্যোগে এক্সপ্লোরারস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পালতোলা নৌকায় সমুদ্র অভিযান হয়েছিল ১৯৮৬ সালে।

অন্যদিকে, গ্রামবাংলার তরুণ যুব সমাজ এর মধ্যে অভিযান ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে নিজেই নামকরণ করেছিলেন এক্সপ্লোরারস ক্লাব

অফ ইন্ডিয়া। সেন্ট্রাল অফিস ছিল কলকাতায়। তবে হুগলির চন্দননগরে একটি শাখা গঠন হয়, তারপর ১৯৭৫ সালে বজবজে শ্যামপুরে এক্সপ্লোরারস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার একটি শাখা সংগঠন হয়, মিহির সেন এই সংগঠনের উদ্বোধন করেছিলেন।

বজবজ শাখার উদ্বোধন করে মিহির সেন বলেছিলেন 'তরুণ যুব সমাজ'কে অভিযান করতে হবে হেঁটে বা সাইকেলে বা জলে তার জন্য আমরা আছি । সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে দার্জিলিং, গোয়া, অমরনাথ, কন্যাকুমারী, ভারত ভ্রমণ এই রকম প্রায় ৪০–৫০টি টিম প্রায় দু দশক ধরে বিভিন্ন অভিযান করে সফল হয়েছে সেই সকল অভিযাত্রীদের কাছে অনুরোধ তার একবার যোগাযোগ করুন খুব শীঘ্রই সেই সব অভিযাত্রীদের সম্মান জানানো হবে। এক্সপ্লোরারস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার মার্শাল অফ অপারেশন গণেশ ঘোষ ও সম্পাদক দীপক ঘোষ–এর সহিত যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯০৫১৩৭৭৫৩৯।

তুফানগঞ্জে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তুফানগঞ্জ পুরসভা এলাকা। নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলার তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হলে একটি কর্মসূচি ছিল। আর ঠিক তার পাশেই মুক্ত মঞ্চ বানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হোন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী–সমর্থকরা। রাজনৈতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে শুরু হয় সংঘর্ষ। অভিযোগ একে অপরের দিকে। সংঘর্ষের মাত্রা এতটাই বেশি পুলিশের সামনেই বাঁশ দিয়ে তৃণমূল–বিজেপি দু'পক্ষ দু'পক্ষকে আঘাত করে। এমত অবস্থায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। খবর করতে গেলে পুলিশের সামনেই সাংবাদিকরা আক্রান্ত হন। এমনকি ৪ জন সাংবাদিককে বাঁশ দিয়ে আঘাত

করা হয়। সেই সাথে তাদের মোবাইল ফোন ভেঙে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এই জঘন্য আক্রমণে নিন্দায় সরব সব মহল। এরপরই দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে তুফানগঞ্জ মহকুমার থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন সাংবাদিকরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভানেত্রী মালতি রাভা বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর আক্রমণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিজেপির আগে থেকেই তাদের কর্মসূচি ঘোষণা ছিল এবং সে মত পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও শুধুমাত্র গন্ডগোল করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির কর্মসূচি ঠিক পাশেই মুক্ত মঞ্চ করে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক বিজেপি কর্মীদের বাঁশ দিয়ে আঘাত করেন এবং সাংবাদিক নিগ্রহ করে। তিনি বলেন, অবিলম্বে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ গণতন্ত্রকে আক্রমণ করার সমান কারণ সাংবাদিকরাই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে কারণেই বিভিন্ন রকম দুষ্কৃতীদের সামনে রেখে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর। আর এই আক্রমণের ছবি করতে গেলেই আক্রান্ত হচ্ছে সাংবাদিকরা। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন।

এই প্রসঙ্গে কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র বলেন, অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহার পুলিশ সুপারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এবং কোচবিহার প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

সবলা–কন্যাশ্রী প্রকল্প সমন্বয় প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সবলা–কন্যাশ্রী প্রকল্প সমন্বয় প্রোগ্রাম' এ ১১–১৮ বছরের কিশোরীদের সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রতিটি জেলায় সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিতান একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ১, বজবজ ২, মহেশতলা (আরবান) আইসিডিএস–এর সঙ্গে এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কাজে যুক্ত।

করোনা আবহে কিশোরীদের মাসিককালীন পরিছন্নতা ও তাদের স্বাস্থ্যবিধির উপর বেশ প্রভাব পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিশোরীরা পুরনো অভ্যাসে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। আইসিডিএস, স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমন্বয়ে বজবজ ১, বজবজ ২, মহেশতলা পুরসভার আইসিডিএস প্রকল্পের অন্তর্গত দুঃস্থ কিশোরীদের নিয়ে মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ৭৭৫ জন কিশোরীদের (যাদের মধ্যে ২১১

জন স্কুলছুট কিশোরী) মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের পাশাপাশি বিনামূল্যে ১৫৫০টি স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। বিতানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বজবজ ১ ও ২ ব্লকের অন্বেষা লেডি কাউন্সেলরদের, আইসিডিএস সুপারভাইজার ও অঙ্গনওয়াড়ি দিদিদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির কোনো ভাবে সম্ভব হত না। বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়েছে 'Child Help Foundation India' কে, এই ন্যাপকিন পেতে সাহায্য করার জন্য। সর্বোপরি, বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে বজবজ ১, বজবজ ২ ও মহেশতলা (আরবান) আইসিডিএস– এর প্রকল্প আধিকারিকদের যাদের সঠিক পরিকল্পনা ও সহযোগিতা ছাড়া এত সংখ্যক কিশোরীদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হতো না।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এলাকায় দুঃস্থ ও স্কুলছুট কিশোরীরা জানিয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে ন্যাপকিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সচেতনতা শিবির থেকে তারা মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ন্যাপকিন পেয়ে তারা ভীষণ খুশি। তারা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তাদের পাশে থাকার জন্য।

পাঠকের কলমে

হিসাবে লাজ কেন?

প্রায়ই দেখা যাচ্ছে সরকারি টাকা নয় ছয় করছে দেশ বরেণ্য নেতারা। সরকারি টাকা মানে জনগণের করের টাকা। আমাদের যে টাকা নেতাদের হাতে যায় তার হিসাবে লাজ কেন? ছোট বড় নেতারা কে কত টাকা হাতে পায় কে কত টাকা কোন খাতে কত খরচ করে তার হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হোক। পঞ্চায়েতে বা পুরসভায় যে টাকা বরাদ্দ হয় এবং খরচ হয় তার হিসাব আঞ্চলিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে জানানো হোক। এতে একদিকে কাগজগুলো কিছুটা আর্থিক স্বাবলম্বী হবে অন্যদিকে অঞ্চলের অধিবাসীরা জানতে পারবেন কে কত টাকা কোন্ খাতে খরচের জন্য পাচ্ছে। বড় বড় নেতারা রাজ্যের খরচের হিসাব বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাক। এতে হিসেব করে দেশের মানুষ সবাই করতে পারবে টাকাটা কেমন ভাবে খরচা দেখে বোঝা যাবে রাস্তায় যে মালমশলা ব্যবহার হচ্ছে তা কতটুকু সঠিক কতটুকু ফাঁকিতে ভরা। নদী বাঁধের ব্যাপারেও কাজের হিসাব প্রকাশ্যে জানালে বাঁধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান উন্মোচিত হবে। এতেও চুরি হবে তবে তা অনেকটা রোধ করা যাবে।

ভীমরুল সর্দার,কাকদ্বীপ

বাঘের হানায় মৎস্যজীবীদের মৃত্যু বাড়তে থাকায় নদীপথে নজরদারি

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : ১০২টি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন সুন্দরবন।জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সহযোগে পঞ্চাশ লক্ষের অধিক মানুষের বসবাস এই সুন্দরবনে।এই সুন্দরবন জঙ্গলে ৪০০ প্রজাতির গাছগাছালি ও নদীতে কুমির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি,জীবজন্তু,বিষধর সাপের আস্তানা। এই বাদাবনের দেশ সুন্দরবনে একদিকে যেমন মানুষের বাস তেমনই ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ডেরা রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। জীবন জীবিকার স্বার্থে সুন্দরবনের ভূমিপুত্রদের আজও নদী ও খাঁড়িতে মাছ,কাঁকড়া ধরতে হয়। আর এই কাজ করতে গিয়ে প্রতি বছরই বাঘের আক্রমণে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে। বৈধ অনুমতি থাকলে মৃত কিংবা আহতের পরিবার সরকারি ক্ষতিপূরণ পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাপ ঠাকুরদার মতই অনুমতি ব্যতিরেকে নদী-খাঁড়িতে গিয়ে জীবন খোয়াতে হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর অকালমৃত্যুতে চরম দুর্ভোগে পড়ে গোটা পরিবার। এমনই দুর্বিষহ অবস্থাই রোজনামচা সুন্দরবনের গোসাবা,বাসন্তী কুলতলি,হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার মৎস্যজীবীদের। বছর দশেক আগের আয়লা,ফণী কিংবা বুলবুল সহ সাম্প্রতিককালের আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে সমগ্র সুন্দরবনবাসীর। নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবার গুলি করোনার আবহে লকডাউনের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ হারিয়ে গ্রামে আবার ভিড় জমিয়েছে গ্রামের বাড়িতে। শুধু পেটের তাগিদেই অনেকেই আবার পুরনো পেশাকে বেছে নিয়ে নদীতে,খাঁড়িতে মাছ,কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের শিকার হতে হচ্ছে। পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে শুধু লকডাউনের মধ্যেই প্রায় ১৩ জন মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে বাঘের আক্রমণে। যদিও মৃতদের অধিকাংশই অনুমতি ছাড়াই গিয়েছিল মাছ কাঁকড়া ধরতে। ফলে নিজেদের অকাল মৃত্যুর পাশাপাশি চরম সঙ্কটে পড়েছে মৎস্যজীবীরা। মৎস্যজীবীদের মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন বনমন্ত্রী থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তারাও। চলতি সপ্তাহেই নতুন করে তিনজন মৎস্যজীবীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটায় জল-জঙ্গল নির্ভরশীল মৎস্যজীবীদের নৌকা নিয়ে নদী খাঁড়ির গভীরে ঢুকে যাওয়া সহ এক গুচ্ছ বিধি নিষেধ সম্পর্কে সচেতন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাতে মাছ,কাঁকড়া ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের ওপর নজরদারির পাশাপাশি সচেতন করা যায়। সোমবারই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত বসিরহাট রেঞ্জের ঝিলা ২ ও ৪,সজনেখালি রেঞ্জের অন্তর্গত মানেজমেন্ট কমিটি(যৌথ বন পরিচালনা সমিতির)সদস্যদেরকেও একসাথে টহলদারি কাজে লাগানো

ঝিলা ৬ নম্বর কম্পার্টমেন্ট এলাকায় পাঁচটি করে মোট দশটি টহলদারি বোর্ড নামানো হয়েছে নদীতে। সেই বোট গুলিতে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীদের পাশাপাশি জয়েন্ট ফরেস্ট হয়েছে। তবে বিশেষ করে নজর রাখা হচ্ছে যাতে বৈধ অনুমতি ছাড়াই কেউ নদীখাঁড়িতে প্রবেশ করতে না পারে। সেই সাথে নদীর জলেই দোন ফেলেই কাঁকড়া ধরার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কারণ খাঁড়িতে নৌকা নিয়ে ঢুকে বাঘের নাগালের মধ্যে গিয়েই নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছে মৎস্যজীবীরা। আবার অনেকে নিয়ম ছাড়াই জঙ্গলে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। যাতে আর কেউই সরকারি নির্দেশ অমান্য না করে,সেই জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে শুরু হয়েছে সতর্কতামূলক লিফলেট বিলি ও মাইক প্রচারও। এদিন বনকর্মীদের তরফে হরিণ ভাঙা নদী,দত্তা নদীতে সেই সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয় সাধারণ মৎস্যজীবীদের। ব্যাঘ্র প্রকল্পের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যৌথ বন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে থাকা হিমাংশু মন্ডল। তিনি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক কালে বাঘের আক্রমণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনায় আমরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। মানুষকে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা চলছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এই সচেতনতামূলক উদ্যোগ মৎস্যজীবীদের বোঝাতে পারলে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস জানিয়েছেন 'আগে মানুষ কে সচেতন হতে হবে।জীবন জীবিকার থেকে জীবনটাই অনেক বড়। আর সেই জন্যই বাঘের ডেরায় গিয়ে মাছ,কাঁকড়া না ধরার থেকে নদীতে ধরলে সেক্ষেত্রে বাঘের হাত থেকে নিজেদের জীবনকে রক্ষা করা যাবে। বাঁচবে পরিবারও। সেই কারণেই আমরা দশটি বোটকে নদীপথে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগিয়েছি। দপ্তরের কর্মীদের সাথে থেকে সেই কাজ করছে যৌথ বন পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও'।

বিনা চিকিৎসায় মৃত করোনা রোগী

অভীক মিত্র : নলহাটি থানার এক প্রসূতি ৩০ আগস্ট রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৩১ আগস্ট করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে । রামপুরহাট কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হলেও অ্যাম্বুলেন্স চালক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী সেই অক্সিজেন চালু করে নি। ৩১ আগস্ট মৃত্যু হয় ওই মহিলার। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ তুলে হাসপাতাল সুপার এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার।

পঞ্চায়েতে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হরিএকতলা গ্রামের বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে প্রধানের কাছে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ৪ সেপ্টেম্বর বাবুইজোড় গ্রামপঞ্চায়েতে বোমা,গুলি চালানো ভাঙচুর করার অভিযোগে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ছয় তৃণমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। খয়রাশোল ব্লকের দুই শিক্ষক তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল কাদেরী ও আব্দুর রহমানকে দুটি পৃথক মামলায় ৫ সেপ্টেম্বর সিউড়ি ও রাজনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

জেলা বিজেপি সভাপতিকে ঘিরে কোন্দল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানে জেলা বিজেপির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষকে কেন্দ্র করে আরও একবার চরম গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে আসায় তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে প।লেন দলের খোদ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার এই জেলার কেতুগ্রামে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে এসে দিলীপ ঘোষ সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানে দলের গোষ্ঠী কোন্দলের প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের পার্টির মধ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। কোনও বিষয়ে কারও ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা আমরা মিটিয়ে নেব। কোনও বিষয়ে মতান্তর মানেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভার অধীন কৈচরে মঙ্গলবার বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এজন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির বর্ধমান পূর্ব জেলা (সাংগঠনিক) সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ, অনিল দত্ত, শ্যামা মজুমদার সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কিন্তু, বৈঠক শুরুর মুখেই মঙ্গলকোটের দলনেতা সৌমেন মুখার্জির নেতৃত্বে শতাধিক মারমুখী বিজেপি কর্মীর ব্যাপক বিক্ষোভের কারণে চরম এর আগেও একাধিকবার গুরুতর অভিযোগ তুলে দলের অসংখ্য কর্মী বিভিন্ন জায়গায় তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এমনকি, কাটোয়া শহরে কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ির সামনে একাধিকবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। কালনাতেও কৃষ্ণ ঘোষকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা।

দলের একজন দায়িত্বশীল জেলা শীর্ষ নেতাকে ঘিরে প্রায়শই দলীয় কর্মীদের এমনতর বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্বও যে চরম অস্বস্তিতে রয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জেলায় দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য জোর তৎপরতাও শুরু হয়েছে। কৈচরে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের ঘটনার পরদিন কেতুগ্রামে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিজেপির একটি সূত্রে জানা গেছে, দিলীপবাবু এদিন জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে দলীয় কর্মীদের এমনতর লাগাতার বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রসঙ্গে বিভিন্ন খোঁজখবর নিয়েছেন। পরে সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষকে পাশে বসিয়ে দিলীপ

উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবশেষে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শীর্ষ নেতৃত্ব তড়িঘড়ি বৈঠক স্থগিত রেখে কার্যত স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপ সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ক্ষোভ জানাতে দলীয় কর্মীরা এদিন সকাল সকাল লাঠিসোঁটা, ইট প্রভৃতি নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। একটা সময় বিজেপির দু'পক্ষের মধ্যে চরম ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। কয়েকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ কেউ ইট ছোঁড়ার জন্য ইন্ধনও দেন। এঘটনায় কয়েকজন অল্পস্বল্প আহত হন। এমন পরিস্থিতিতে বৈঠক স্থল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফের দলীয় কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে যান জেলা নেতা অনিল দত্ত, শ্যামা মজুমদাররা।

প্রসঙ্গত, বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে ঘোষ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এখানেই তিনি সর্বসমক্ষে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথাও অস্বীকার করেছেন।

রাজনৈতিক সচেতন মহলের অভিমত, রাজ্যজুড়ে দলের বাড়বাড়ন্তে পুরনো ও নব্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিষয়ে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। কিন্তু, তিনি এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগিয়ে যাওয়ার কারণেই প্রকাশ্যে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করতে চাইছেন না। এতে দলের ভাবমূর্তি খারাপ হবে এবং সেটা নির্বাচনে প্রভাব পড়ার আশংকা থেকেই যায়। তাই বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিষয়ে যেনতেন প্রকারে শীর্ষ নেতৃত্বের ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা চলতেই থাকবে।

উত্তপ্ত বাসন্তী

প্রথম পাতার পর

মাদার তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী জাকির হোসেন লস্কর ভরতগড় বাজারে পার্টির মিটিং সেরে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়িতে ফিরছিলেন। আচমকা ঠিক সেই মুহূর্তে জনা ১৫ দুষ্কৃতী মোটর বাইকে চেপে ভরতগড় বাজারে আসে। হঠাৎই তৃণমূল কর্মী জাকির হোসেন কে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ। গুলিতে জখম হয় জাকির হোসেন মোল্লা এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাপড় ব্যবসায়ী সৈদুল পাখিরা। গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভরতগড় বাজারের সাধারণ মানুষজন সহ সকল ব্যবসায়ীরা। তাঁরা ভয়ে আতঙ্কে দিকভ্রান্ত হয়ে হুলস্থুল করে ছোটাছুটি করতে থাকেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দিতে থাকেন। দুষ্কৃতিরা এলোপাথাড়ি গুলিচালিয়ে পালিয়ে গেলে স্থানীয় মানুষজন রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী জখম জাকির হোসেন মোল্লা এবং কাপড় ব্যবসায়ী সৈদুল পাখিরার অবস্থা অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসাকরা তাদেরকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে বাসন্তী থানার পুলিশ গিয়ে অতি সক্রিয়তার সাথে দুষ্কৃতিদের খোঁজে চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাসন্তী থানার পুলিশ সাইফুল সেখ ও ফারুক হোসেন সরদার নামে দুই যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থক কে গ্রেফতার করে। এলাকায় চরম উত্তজনা থাকার কারণে চলছে পুলিশি টহলদারিও।

বাসন্তী ব্লকের মুল তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী রাজা গাজী অভিযোগ করে বলেন সিপিএম আরএসপির কিছু হার্মাদ বাহিনী যুব তৃণমূলের জার্সি পরে এলাকা দখল করার জন্য এমন জঘন্য সন্ত্রাস চালিয়েছে।

অন্যদিকে বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় এক নেতা ঘটনার কথা অস্বীকার করে জানিয়েছেন ঘটনায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কোন হাত নেই। এটা নিছক দুষ্কৃতিদের হামলা। সেটা কে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নামে বদনাম করে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে।

স্কুল ঘরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ স্কুলের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল কুলতলি থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, জামতলা স্কুলের এক শিক্ষক অনিমেষ দাস বলেন, গত শনিবার সকাল বেলায় নিরাপত্তারক্ষী দেখে দরজার তালা ভাঙা, এছাড়াও আলমারির পাল্লা

ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের তালা ভেঙে স্কুলের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। স্কুলের বেশ কয়েকটি আলমারি ভেঙে লুঠপাট চালানো হয়। এমনকি স্কুলের প্রায় ২৫ হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে বলেও স্কুল সূত্রে দাবি। এ বিষয়ে খোলা, বিভিন্ন জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরপরই তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় কুলতলি থানায়। পরে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ বাহিনী। তবে কি ভাবে ঘটল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

আন্দোলনের হুমকি

প্রথম পাতার পর

এদিন আন্দোলনকারীরা বলেন সংশ্লিষ্ট এই দাবি নিয়ে বারবার জানানো হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ নিয়ে আজও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি তিনি। অস্থায়ী কর্মচারীদের এই আর্তনাদে ইচ্ছে করেই কর্ণপাত করছেন না রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। তারা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের গেস্ট লেকচারাররা সরকারি স্বীকৃতি পেলেন, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ নেতা, মন্ত্রী কিংবা আমলাদের সন্তান। কিন্তু কলেজে কলেজে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করল না সরকার। অথচ বিভিন্ন কলেজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন এই অস্থায়ী কর্মীরাই। তারা এদিন বলেন, অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হলে, তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন এবং এর ফলে গোটা রাজ্যে ভেঙে পড়বে কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা।

সোচ্চার পুর স্বাস্থ্য কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে কার্যত অনাহারে মরতে হবে তাদের। এই অবস্থায় তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে তাদেরকে পুনর্নিয়োগ করার দাবিতে সোচ্চার হল কোচবিহার পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত, স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের ঐক্য মঞ্চ। ১৩ দফা দাবিকে সামনে নিয়ে এদিন কোচবিহার পুরসভার প্রশাসককে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দিলেন তারা।

বর্তমান অতিমারির মধ্যে পুরসভার ছাঁটাই হওয়া এই দৈনিক হাজিরার কর্মীদের পুনর্বহাল করে আগামী এক বৎসর কাজে রেখে, তাদের পরিবারের বিকল্প কাউকে এই কাজের ব্যবস্থা করে সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন তারা। এর পাশাপাশি পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা সহ পেনশন ফিক্সেশন করে পেনশন চালু করা, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের গ্র্যাচুইটির টাকা অবিলম্বে তাদের হাতে তুলে দেওয়া, যথাসময়ে পেনশন প্রদান, কর্মরত পুর কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি সরবরাহ করা, প্রতিদিন পুর ভবন ও শহরের ওয়ার্ডগুলি স্যানিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত পুরকর্মীর পোষ্যদের নিয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন দাবিতে এদিন তারা তাদের দাবি পত্র তুলে দেন পুর প্রশাসকের হাতে।

এই সংগঠনের নেতা মিহির চন্দ, বিকাশ সরকার, বীরেশ্বর শুকুল, রতীন্দ্র কুমার মিত্র এদিন বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কোচবিহার শহরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এক ভয়ঙ্কর আকার নিতে চলেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পুরকর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিষেবা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এই কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করছে না পুর কর্তৃপক্ষ। সরাসরি যারা পরিষেবা দিয়ে আসছেন সেই কঞ্জারভেন্সি, স্বাস্থ্য বিভাগ সহ অস্থায়ী কর্মচারীদের গত ৪ মাস থেকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই দরিদ্র অস্থায়ী পুর কর্মচারীগণ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে গভীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অর্ধাহার-অনাহার তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে পুর কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে এদিন জানান।

দীর্ঘ অবকাশের পর ফেরি পরিষেবা চাল

অরিজিত মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার :-দীর্ঘ ৫ মাস পর শুরু হলো ডায়মন্ড হারবার -কুকড়াহাটি ফেরি সার্ভিস। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাদ্দকৃত অর্থে এই প্রথম ভেসেল পরিষেবা চালু হলো ডায়মন্ড হারবারে। এদিন ফিতে কেটে ভেসেল পরিষেবার উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক সুকান্ত সাহা।

পাশাপাশি তিনি জানান, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ফেরি সার্ভিসের অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ ডায়মন্ড হারবার পুরসভা ফেরি সার্ভিসের জন্য এমভি কপালকুন্ডলা, এমভি ঐক্যশ্রী ও এমভি মা ভগবতি নামের ৩ টি ভেসেল বরাদ্দ করে। প্রতিটি ভেসেল ২০০ জন যাত্রী বহন করতে পারে।অবশ্য বর্তমানে করোনা আবহে স্বাস্থবিধি মেনে দুই তৃতীয়াংশ যাত্রী নিয়ে প্রতিটি ভেসেল সকাল ৭ টা থেকে ১ ঘন্টার ব্যবধানে চলবে।বর্তমানে দুটি ভেসেল ও ২ টি লঞ্চ চালু থাকবে।অন্যদিকে

জেটি ও পল্টনটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটি মেরামতের জন্য গত ১২ মার্চ থেকে ডায়মন্ড হারবার কুকড়াহাটি ফেরি সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। এরপরেই শুরু হয় করোনার জেরে লকডাউন পর্ব। তার উপরে ২০ মে আমফান ঝড়ের তান্ডবে কুকড়াহাটি জেটিটি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরই জেরে দীর্ঘ ৫ মাস ২৬ দিন বন্ধ থাকে ফেরি সার্ভিস। পরে প্রশাসনিক তৎপরতায় কুকড়াহাটি জেটির মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়। যাত্রীভাড়া অপরিবর্তিত থাকবে বলেও জানান মহকুমাশাসক।

অবশ্য ডায়মন্ড হারবার কুকড়াহাটি ফেরি সার্ভিসে ভেসেল পরিষেবা শুরু হওয়ায় মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আর সুদৃঢ় হবে তার পাশাপাশি লঞ্চের তুলনায় ভেসেল পরিষেবায় যাতায়াতের সময়ও অনেকটা কমবে। ফলে ডায়মন্ড হারবার কুকড়াহাটি ভেসেল পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি নিত্যযাত্রী থেকে দুই জেলার বাসিন্দারা।

রাজনৈতিক হানাহানি

প্রথম পাতার পর

এমনভাবে চলতে থাকলে পরিস্থিতি শাসক দলের বিরুদ্ধে চলে যেতে বেশি সময় লাগবে না। মানুষের মনোভাবও এই কথাই বলছে। মানুষের ধারণা বেকারত্বে, আর্থিক অনটনে জীর্ণ এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার রাশ টেনে ধরতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গ শীঘ্রই একটি অপরাধপ্রবণ রাজ্য হিসাবে গণ্য হবে। এমনিতেই সারদা, নারদ, কাটমনি, সিন্ডিকেট এ রাজ্যের অপরাধ মুকুটে শোভা পাচ্ছে। নতুন পালক হিসাবে যোগ হচ্ছে সামাজিক অপরাধ।

যদিও একথা মানতে নারাজ সরকারের শীর্ষ কর্তা থেকে পুলিশের বড় কর্তারা। তাঁদের কাছে রোজকার রাজনৈতিক এইসব সংঘর্ষ ও অপরাধ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু মানুষের মনে উঁকি মারছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি। আশঙ্কা ফের আরও একটি রক্তাক্ত নির্বাচনের মুখোমুখি হতে পারে রাজ্যবাসী। মানুষের ধারণা সেদিনও যেমন পুলিশ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল এবারও তাই দেবে। একমাত্র ভরসা নির্বাচন কমিশনের রক্তচক্ষু ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাই মানুষ চাইছে রাশ টানা হোক অনেক আগে থেকে যাতে আগামী নির্বাচনটা অন্ততঃ সুষ্ঠভাবে হতে পারে।

বই পড়া বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

কারণ, সব প্রজন্মই একটা বিষয়ে একমত এই খবর পড়ার ব্যাপারটা অতটা তাক্ষণিক পরিধিতে আটকে রাখা যায় না। টেস্ট ম্যাচ যেমন গোলাপি বল ও দিন-রাতের মোড় কে আর্কষণীয় করে তোলার চেষ্টা চলছে তেমনই হয়তো সূক্ষ্মভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যকেও এমনভাবে নয়া আস্বাদনে তুলে ধরার অবিরাম প্রয়াসও সমান্তরালভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেটাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে পরিচিত সংবাদপত্র গোষ্ঠী এবং সাহিত্যবান্ধব সমাজের কুশীলবরা। কালের পরিবর্তনশীলতাকে মাথায় রেখে এখন প্রত্যেক সংবাদপত্রই নিজস্ব পোর্টালের মাধ্যমে এই ই-জেনারেশনকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসছে। সাহিত্যেরও অবাধ আমদানি ঘটছে এই প্রক্রিয়ায়। সর্বাগ্রে নাম নজর দেওয়া হচ্ছে শিশু কিশোর সাহিত্যের দিকে। যে বয়সে মননশীলতা গড়ে ওঠে সেখানেই পাঠ্য মনোভাবাপন্ন করে তোলার ভরপুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই কচিকাঁচা থেকে কিশোর, তরুণ সবার মধ্যেই এখন ই-বুক পড়ার মানসিকতা গড়ে উঠছে। সুপ্ত থাকা সাহিত্যের প্রতিভাস ঘটছে অচিরেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ইয়ং জেন এর কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে অণুগল্প। একসময় উপন্যাস বলতে বোঝাত এক লাখি শব্দের উপস্থিতি। এখন অণু জমানার হাত ধরে ৭-৮ হাজার শব্দের পরিসীমায় এঁটে যাচ্ছে একটি উপন্যাস। অণু উপন্যাস হয়তো হাজার পাঁচেক শব্দের মধ্যেই জায়গা করে নিচ্ছে। অর্থাৎ মূল ভিতটা অটুট রেখে চলছে সাহিত্য জগতের রিমডেলিং পর্ব। এই বিন্যাসে নব প্রজন্ম এমন সব দেশি বিদেশি গল্প উপন্যাস বা সাহিত্যের মগডালে চড়ে বসছে যা কল্পনাও করতে পারবে না আগেকার প্রজন্ম। সুতরাং নতুনকে স্বাগত জানাতে হবে একটি নতুন বছরের মতোই।

অবশেষে সিদ্ধেশ্বর সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু

সঞ্জয় চক্রবর্তী: হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হলো। কিছু দিন আগে এই সেতুর উপর দিয়ে একটি মালবাহী লরি যাওয়ার সময় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং সেতুতে এক অংশে ফাটল দেখা দিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ লোহার মোটা পাত ফেলে ওই জায়গাটা মেরামত করা হয়। এতদিন এই

সেতু দিয়ে ভারী মালবাহী যান ছাড়া বাস, ট্রেকার , অটো ও ছোট যান যাতায়াত করতো। যাতে কোনো ভারী মালবাহী যান চলাচল করতে না পারে সে জন্য ছিলো পুলিশের কড়া নজরদারি। এতো দিন পর সেতুটি সংস্কার হওয়ায় এলাকাবাসী থেকে নিত্যযাত্রীরা সকলেই খুশি। মুলতো এই সেতুটি দিয়ে ফটিকগাছি থেকে রাজাবাজার মিনি বাস মুন্সিরহাট থেকে সাঁকরাইল ট্রেকার, অটো যাতায়াত করে। এই সেতুটি এই এলাকায় মানুষের একমাত্র যাতায়াতের পথ। এই সেতুটি সংস্কার হওয়ায় সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াতের যে ভীতি সঞ্চয় হয়ে ছিলো নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের তা দূর হলো।

এবারেও মহিষাসুরমর্দিনী সঙ্গে দেবীং দুর্গতিহারিণীম্

প্রথম পাতার পর

এই দিনই শেষ হচ্ছে মল মাস। গোস্বামী মতে পুরুষোত্তম মাস শেষ হচ্ছে। আগামী ২২ অক্টোবর হবে মহাষষ্ঠী। এখন অনেকেরই প্রশ্ন ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া হয়ে গেলে আবারও কি পুজোর ৭ দিন আগে আকাশবাণী কলকাতা কিংবা কলকাতা দূরদর্শন নতুন করে মহালয়ার অনুষ্ঠান করবে? অন্তত পুজোর একটা আমেজ তৈরি করার জন্য?

এই প্রসঙ্গে আকাশবাণী কলকাতার প্রোগ্রাম হেড সুব্রত মজুমদার বলেন, এবছর যথারীতি ১৭ সেপ্টেম্বর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে বাজবে বাণীকুমারের গ্রন্থনা ও পঙ্কজ মল্লিকের সুরে গ্রথিত মহিষাসুরমর্দিনী। সুব্রতবাবু আরও জানালেন, প্রতি বছরের মতো এবারও ২২ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর দিন সম্প্রচারিত হবে ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর গ্রন্থনায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় উত্তমকুমারের কণ্ঠে 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠের পর বাঙালি পাবে দ্বিতীয় আগমনী উত্তমকুমারের কণ্ঠে। পুজোর আমেজ অনুভব করতে এবছর মহাষষ্ঠীর ভোর ৫টায় তাই অবশ্যই রেডিওতে কান রাখুন। অন্যদিকে কলকাতা দূরদর্শন সূত্রের খবর এবছর ১৭ সেপ্টেম্বর তিথি মেনেই সংযুক্তা ব্যানার্জী অভিনীত মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচারিত হবে দূরদর্শনের পর্দায়। পরবর্তী সময়ে দুর্গা পুজোর আগে নতুন করে কিছু সম্প্রচারিত হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে দূরদর্শন সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্যানিইটাইজার টানেল অবৈজ্ঞানিক, শরীরে বিপজ্জনক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড আবহে বিভিন্ন অফিস, বাজারে, শপিং মল এমন কী মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে সম্প্রতি বসানো হচ্ছে জীবাণুনাশক স্যানিটাইজার টানেল। কোভিড-১৯ ঠেকাতেই এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়টিকে সমর্থন করছেন না চিকিৎসক বিশেষজ্ঞদের একটা বড়ো

অংশ। তাদের মতে স্যানিটাইজার টানেলের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই। রাসায়নিকের মিশ্রণ ঠিকমতো না হলে শরীরের নানা ক্ষতি হতে পারে। এমন কী সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন। এলার্জি, হাঁপানি ও সিওপিডি'তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, স্যানিটাইজার টানেল একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। মাথা, জামাকাপড়ে রাসায়নিক মিশ্রিত জল স্প্রে করে দিলে তাতে কোনও লাভ হয় না। কোভিড ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। নাক-মুখই ভাইরাসের মূল প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার পথ। গলায় না ঝুলিয়ে, ভালো করে শক্তপোক্ত করে মাস্ক পরতে হবে। পারলে এন-৯৫ (এফএফপি-২)-এর ওপর একটি সার্জিকাল মাস্ক পরতে পারেন। ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যানিটশইজার টানেলের কোনও যৌক্তিকতা নেই। হাঁচি-কাশি, জোরে কথা বললে ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়। সেজন্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। উল্টে ক্ষতি। টানেলে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলির প্রভাবে ত্বকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

চোখ জ্বালা করে অনেকের। শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে ফুসফুসেরও ক্ষতি করতে পারে। শরীরের কোথাও মিউকাস মেমব্রেনের ক্ষতি করলে, উপকারের থেকে অপকার বেশি হবে। কাজেই চোখে চশমা পরতে হবে। সরকার স্বীকৃত বা নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী রাসায়নিক দেওয়া হয়, সমস্যা হওয়ার কথা ন। কিন্তু অযাচিত ভাবে নিয়মবিধি না মেনে যদি রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

আইআইটির গবেষণা বলছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৌসুমী বৃষ্টিপাত বছরের পর বছর ধরে ভারতে কি তার চরিত্র বদলাচ্ছে? আইআইটি খড়গপুরের একদল গবেষক এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন, বর্ষাকালে এবং দৈনন্দিন হিসেবের নিরিখে দক্ষিণ ভারত ও হিমালয় সন্নিহিত এলাকায় বৃষ্টিপাতের হার বেশি। গবেষকরা তাঁদের এই গবেষণায় আভাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পাবে।

গবেষকরা ভারতীয় গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের বিষয়ে ১৯৭১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক রাজীব মাইতির নেতৃত্বে

এই গবেষণা কাজ চালানো হয়। অধ্যাপক মাইতি জানান, তাঁদের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আরব সাগর, দক্ষিণ ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ায় বৃষ্টিপাতের হার ক্রমশ বাড়ছে। পিএইচডি-র ছাত্র মায়াঙ্ক সুমন জানান, গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে উত্তর ও মধ্য ভারত এবং তিব্বত মালভূমিতে বৃষ্টিপাতের হার দৈনিক হিসেবে কম হচ্ছে। অধ্যাপক মাইতি এ-ও মনে করেন, ভারত মহাসাগরের বিষুব অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির জন্যই এই পরিবর্তন হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কি কোনও পরিবর্তন আসতে পারে? আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক অধ্যাপক বীরেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে উন্নত সেচ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চল মূলত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে জলসম্পদ এবং কৃষিকাজে বিশেষ সুবিধা হবে। এর ফলে, দক্ষিণ ভারত এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে কৃষিকাজের ধারার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে।

সংযোজন : উল্লেখ্য মৌসুমীর এই চরিত্র পরিবর্তন নিয়ে বহু বছর ধরেই আলিপুর বার্তায় এক গবেষণাধর্মী লেখা বেরিয়েছিল এবং এখনও সেই গবেষণার ওপর ভর করে পত্রিকায় লেখা হয়। মরুচাষের প্রভাবের কুফল অধিকর্তারা কর্ণপাত করেনি। যদিও এখন এ বিষয়ে গবেষণা তারা করছেন। তবুও বলা বাহুল্য উপরের গবেষণার প্রকৃত কারণ কি তা এই লেখায় ধরা পরেনি। আশা করা যায়, আইআইটি খড়্গপুরে গবেষকরা মূল বিষয়টিও তুলে ধরবেন যা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা সঠিক পথেই চালিত ছিলাম। গবেষক কাশীনাথ বাবুর গবেষণার মৌসুমী পরিবর্তন পথ দেখাচ্ছে সকল গবেষকদের।

আলুর দাম চড়া, সিঙ্গুরেই কাটা আলু ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলুর দাম মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় হুগলি জেলার সিঙ্গুরেই বিভিন্ন বাজারে ও ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে কাটা আলু। তারও দাম ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম। দেদার চলছে বেচাকেনা। হিমঘর থেকে বের হওয়া বস্তা আসে এ জেলার রতনপুর আলুর পাইকারি আড়তে অর্থাৎ আলোর গোলাতে। সেই আলুর বস্তা থেকে বাছাই করে ভালো আলু বস্তা বন্দি হয়ে খুচরো বাজারে যায়। আর দাগি, পচা আলু বস্তা ভর্তি করে এক শ্রেণির বিক্রেতারা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আলুর পচে যাওয়া অংশ বাদ দিয়ে আলুর কাটা অংশ বাজারে বিক্রি করে। আড়ত থেকে এই কাটাদাগি আলুর বস্তা দাম পড়ছে ১০৫০ টাকা। বর্তমানে আলুর দাম বৃদ্ধি

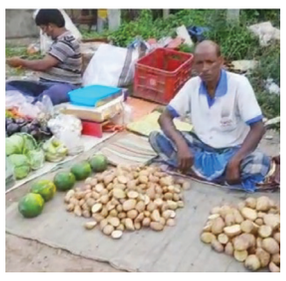

হওয়ার কারণে নিম্নবিত্ত বাঙালির পাতে ও হোটেলগুলো কাটা দাগি আলু খাওয়া কতটা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ভালো তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ফুটবলার তথা প্রাক্তন কাউন্সিলরের কোভিডে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্বের ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি অজয় অধিকারী (৬২) ৭ সেপ্টেম্বর সকালে অকালে প্রয়াত হলেন। তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র উচ্চশিক্ষিত কন্যাকে। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৫ আগস্ট সকাল থেকেই অজয়বাবু শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে থাকেন। তখন ওনাকে স্থানীয় ওই ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর ও প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য তারক সিং ও ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের নিয়মানুযায়ী সেখানে সারাদিন ভর্তি থাকলেও তাঁকে একবালপুর থানার নিকটস্থ একবালপুর নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় বলে পরিবার সূত্রে খবর। ১৫ আগস্ট ওই নার্সিং হোমে ভর্তি হলেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় ১৭ আগস্ট থেকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। সেই থেকে টানা ২৪ দিন ওই নার্সিংহোমেই ছিলেন তিনি। মাঝে তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও, আবার অবনতি হতে থাকে। জানা গিয়েছে, তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ পযন্ত ৭ সেপ্টেম্বর সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, তাঁর পাড়ার ক্লাব বেহালা মিতালী সংঘের মাঠে সারা বছর নানা খেলাধূলার মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। বেহালায় ফুটবলার হিসাবে তাঁর খ্যাতিও ছিল। বহুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল খেলায় রেফারিংও করতেন তিনি। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন অজয় অধিকারী ২০০৪ সালে ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচনে সিপিআই (এম) প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেছিলেন। তারপর ২০০৫-এর জুনে কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে ৫৬১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে তিনি ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এবং ২০২০-এর মে মাস পর্যন্ত তিনি ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ছিলেন। ২০১০-এর কলকাত পুরসংস্থা নির্বাচনে তিনি ওই ওয়ার্ড থেকে সিপিএম প্রার্থী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তারক সিং-এর কাছে ৪১৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। আবার ২০১৫-র এপ্রিলে পুর নির্বাচনে ওই তারক সিংএর কাছে ২,৫৪৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। সহজ-সরল-আলাপী ও সাদাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত অজয়বাবু দলমত নির্বিশেষে সকলেরই খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণে পাড়ার ক্লাব মিতালী সংঘ থেকে শুরু করে বেহালার বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্বাস্থ্যকর্মী উচ্ছেদের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার পিজি হাসপাতালের একজন স্বাস্থ্যকর্মী দেবাশীষ দাস সপরিবারে বারুইপুরের এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন। অতিমারির সময় থেকেই বাড়িওয়ালা নানারকম বাহানা করে অসুবিধে তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে করোনা ছড়াতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে নানা সময়ে বিব্রত ও করতে থাকেন বাড়ির মালিক। সম্প্রতি, ঘরের সামনে একটা দোকান করে পসরা সাজিয়ে বসেছেন বাড়ির

মালিক। কিছু বললেই বাড়ি ছাড়ানোর হুমকি দিচ্ছেন। এ পিডিআরের উদ্যোগে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা শাসকের কাছে এ ব্যাপারে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ হোসেন বলেন, করোনার অজুহাতে কোভিড যোদ্ধা দেবাশীষ দাসকে কোনভাবেই উচ্ছেদ করা চলবে না। দেবাশীষ দাস ও তাঁর পরিবারকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। মহকুমাশাসক গুরুত্ব সহকারে তাদের দাবি গুলি পড়ে দেখেন।

সাথী প্রকল্পে প্রবীণ নাগরিকদের পাশে পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : করোনা সচেতনতা মেনেই পুলিশ দিবস পালন করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার সকল থানা। বারুইপুর পুলিশ জেলার মূল অনুষ্ঠানটি হয় নরেন্দ্রপুর থানার মহামায়াতলার জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে। এদিন পুলিশ দিবস উপলক্ষে বারুইপুর পুলিশ জেলার কর্মীদের জন্য ওয়েলথনেস সেন্টার চালু করার কথা ঘোষনা করলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রশিদ মুনির খান। এর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে একজন মনোবিদকে। বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীন তিনটি পৌরসভার বয়স্ক মানুষদের জন্য সাথী নামে একটি প্রকল্প চালু করা হলো। একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই তাঁরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবেন বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে কোভিড আক্রান্ত পুলিশ কর্মীদের কোভিড যোদ্ধা হিসাবে সম্মান জানানো হয়। সম্মান জানানো হয় শিক্ষক

ও চিকিসকদেরও। অন্যদিকে, জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা এ বছর করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে কোনো অডিটোরিয়ামে এদিন অনুষ্ঠান না করে পুরসভার নির্ধারিত ১২ জন প্রবীন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুস্পস্তবক ও মিষ্টি দিয়ে সম্মাণ জানিয়ে আসেন এবং সব রকমের সহায়তার জন্য প্রশাসনের ফোন নং সহ একটি লিফলেট দিয়ে আসেন। মূলত শহর কেন্দ্রীক এলাকায় এই প্রকল্প টি চালু করা হল। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের প্রবীন নাগরিক তথা প্রাক্তন শিক্ষক শান্তিময় ভট্টাচার্য্য পুলিশের কাছ থেকে এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত। তিনি বলেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা। জয়নগরের এরকম নগরপালকে কুর্নিশ জানাই। পাশাপাশি এদিন বকুলতলা, কুলতলি ও মৈপীঠ উপকূল থানাতেও পুলিশ দিবস পালন করা হল পুলিশ কর্মীদের সম্মান জানিয়ে।

পুলিশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ সেপ্টেম্বর বজবজ-২ নম্বর

ব্লকের জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাওয়ালী সঞ্চিতা কলা ভবনে পুলিশ দিবস উদযাপন ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানে নোদাখালী থানার ১৬ জন করোনা জয়ীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও সিভিক পুলিশদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব জননেতা জাহাঙ্গীর খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ডিএসপি জীবনেশ রায়, আইসি অনিন্দ্য বোস, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ প্রমুখ। এই সব অতিথিদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যালয় গোষ্ঠী, আবৃত্তি করেন পৌলমী বাগ, বাঁশি বাজান প্রিয়াংশু মাইতি। অনুষ্ঠানটির কনভেনর ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী।

মন ভালো রাখতে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার তান্ডবে মানুষ বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন। একে অপরের আত্মীয়তা,বন্ধুত্ব ভুলে যেতে বসেছেন পারস্পারিক দূরত্বের জন্য। এহেন পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষ যাতে করে সাময়িক ভাবে আনন্দে মেতে উঠে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পারেন,তার জন্য তিন দিনের এক মাছ ধরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন ক্যানিং ৬ নম্বর দিঘী(পুকুর) কমিটি। গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছে মাছ ধরার এই অভিনব প্রতিযোগিতা।

৬৫ সিটের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিন দিনে এক এক প্রতিযোগী তিন কেজি চার কেজি ওজনের রুই,কালা,মৃগেল মাছ ধরে প্রায় ১৫ হাজার টাকার মূল্যের মাছ ধরেছেন। প্রতিযোগী শুভদ্বীপ মন্ডল,অমর আব্দুল্লা সেখ,মানস পুরকাইত,সমরেশ মাইতিরা জানিয়েছেন, করোনা আবহে একাকীত্ব মন আর বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছিল না। অগত্যা মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে মনটা একটু হালকা লাগছে। ক্যানিংয়ে তিন দিনে মাছ ধার প্রতিযোগিতায় চারজন বন্ধু মিলে ৬১০০ টাকার টাকা মূল্যের টিকিট কেটে ছিলাম। তারপর মাছ ধরার নানান উপকরণ সহ মোট খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা। তিন দিনে প্রায় সতেরো হাজার টাকার মাছ ধরতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে। এই লকডাউনের বাজারে অনেকটা বিতৃষ্ণ মনোভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি।

এলাকার স্থানীয় যুবক ফারুক আমহেদ সরদার বলেন, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের দাপটে জর্জরিত সাধারণ মানুষজন। পারস্পরিক দুরত্বের জন্য ফুটবল,ভলিবল,ক্রিকেট,হা ডু ডু সহ সমস্ত ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ।সাধারণ মানুষজন চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা সাধারণ মানুষকে অনেকখানি আনন্দ দিতে পেরেছে।

নৌকা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনাজেলার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীদের উদ্যোগে একদিনের এক অনবদ্য বাইচ(নৌকা) প্রতিযোগিতা শুরু হল বৃহস্পতিবার দুপুরে। এই বাইচ প্রযোগিতায় এক সাথে দুইয়ের অধিক নৌকা খালের মধ্যে

দিয়ে হাল বেয়ে মাঝিরা নিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট লক্ষমাত্রার স্থানে। যে নৌকাটি দ্রুত গতিতে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করবে সেই নৌকা কে জয়ী ঘোষণা করা হয়।অষ্টম বর্ষের এই বাইচ খেলাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষজন ভীড় জমিয়েছিলেন নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামামারী গোবরামারী গ্রামের ঠাকুরাণী বেড়িয়া খালের দুই তীরে। প্রতিযোগিতায় মোট ১৪ টি নৌকা সহ ১৪০ জন মাঝি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাইচ প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আবুল কাসেম মোল্লা, আলাউদ্দিন মোল্লারা বলেন করোনা আবহ চলায় দীর্ঘদিন ধরেই সাধাণ মানুষজন বিষন্ন ভাবে দিনযাপন করছেন। সারা বছরে তেমন কোনও অনুষ্ঠান বা খেলাধুলা হয় না। হতাশা থেকে গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারি তার জন্য আমাদের এই আয়োজন।

কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়তে পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের শিলিগুড়ির রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরো পোষণ অভিযান' শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আজ আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইসিডিএস দপ্তর এবং জেলা যক্ষ্মা রোগ নিবারণ দপ্তর এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সাহায্য করে।

জেলা যক্ষ্মা রোগ নিবারণ আধিকারিক ডঃ দেবযানী বসু কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় পুষ্টি'র বিষয়ে এই ওয়েবিনারে বক্তব্য রেখে বলেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবার সহায়ক হলেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভীড় জায়গায় না যাওয়ার মতো রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থাগুলিও মেনে চলতে হবে। তিনি বর্তমান সময়ে পুষ্টির মাধ্যমে কিভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়টি-ও অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন। শিলিগুড়ি শহরাঞ্চলের

আইসিডিএস-এর শিশু বিকাশ ও প্রকল্প অধিকর্তা রাজকুমার মোদী সরকারের পুষ্টি মিশনে আইসিডিএস-এর ভূমিকা এবং মা ও শিশুর পুষ্টির বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এ বছরের পোষণ মাসের বিষয় হল প্রতিটি কামড়ে সঠিক খাবার খান'। তিনি আরও বলেন, বয়ঃসন্ধিকালে থাকা মেয়েদের এবং মায়েদের বিষয়ে আইসিডিএস বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। একজন স্বাস্থ্যবতী মা-ই স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গের পিআইবি-র ও রিজিওন্যাল আউট্রিচ ব্যুরোর অতিরিক্ত মহানির্দেশিকা জেন নামচু স্বাগত ভাষণে সঠিক পুষ্টির জন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ওয়েবিনারে দুটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে আইসিডিএস কর্মী এবং বিভিন্ন অসরকারী সংগঠনের আধিকারিকরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দেন। জলপাইগুড়ির ফিল্ড আউটরিট ব্যুরোর টিএ(এস) প্রেম শেরপা অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন। দেশে সেপ্টেম্বর মাস পোষণ মাস হিসেবে পালন করা হয়।

উচ্চতা ও আকারে খাটো হল প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গা পুজোয় এবারে সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে যাতে মানুষ প্রতিমা দর্শন করতে পারেন এবং পুজোর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়। এবার কলকাতা মহানগরের পুজো উদ্যোক্তারা সেই কথা মাথা রেখে পুজোর আয়োজন করছেন বলে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম মন্তব্য করেছেন। ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবসের দিন কেন্দ্রীয় পুরভবনে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, মণ্ডপের মধ্যে দশনার্থীদের জমায়েত এড়াতে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মানুষ যাতে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, সেভাবে মণ্ডপ নির্মাণ করতে বলা হয়েছে। দূরত্ববিধি মেনে অষ্টমীর দিন একসঙ্গে অনেক মানুষ অঞ্জলি বন্ধ হতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে

প্যান্ডেল করতে বলা হয়েছে। প্রতিমা মণ্ডপে ওঠাতে ও নামাতে যাতে কম মানুষকে কাজে লাগে, সেই উদ্দেশ্যে এবার ছোটো আকারের প্রতিমা ও কম উচ্চতার প্রতিমা করতে বলা হয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com